222

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী (সিপিপি)
CYCLONE PREPAREDNESS PROGRAMME (CPP)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি-এর যৌথ কর্মসূচী
A Joint Programme of Government of Bangladesh and Bangladesh Red Crescent Society

স্মারক নং ০৩.১০.০০০০.০০০.১৫.০৬৪.১৪- ৫৮ তারিখঃ ১৪-০৮-২০১৮ খ্রিঃ

সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

বিষয় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি'র) হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ ০৭ (সাত) পাতা

১৪/৮/১৮

আহমাদুল হক
(উপসচিব)
পরিচালক (প্রশাসন)

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি।

ভূমিকাঃ

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর একটি যৌথ কর্মসূচি। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের মহা প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অনুরোধক্রমে তৎকালীন লীগ অব রেড ক্রস বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ বাংলাদেশের উপকূলীয় জনসাধারণের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসুচি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই কর্মসূচীর গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ১ জুলাই ১৯৭৩ হতে কর্মসূচিটির দায়িত্ব গ্রহণ করে। কর্মসূচিটি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ফলে ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই হতে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর একটি যৌথ কর্মসূচী হিসেবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সতর্ক সংকেত প্রচার, দুর্গতদের আশ্রয় কেন্দ্রে আনয়ণ, উদ্ধার ও অনুসন্ধান, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সহায়তা ইত্যাদি সফলতার সাথে করে আসছে।

ভিশনঃ

বাংলাদেশের উপকূলীয় ও নদী তীরবর্তী জনসাধারণের দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস/ কমিয়ে আনা।

উদ্দেশ্যঃ

১. দুর্যোগে সাড়া প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
২. দুর্যোগে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা।
৩. সমাজ কল্যাণে ও মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে স্বেচ্ছাসেবক দলের দক্ষতা, স্পৃহা, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও আত্মত্যাগী মনোভাব সৃষ্টি করা।
৪. দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রম শক্তিশালী এবং উন্নয়ন করা।
৫. ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
৬. দুর্যোগে দ্রুত সাড়া প্রদানের জন্য বেতার যোগাযোগ শক্তিশালী করা।
৭, আবহাওয়ার সতর্ক সংকেত বোধগম্য ও প্রতিষ্ঠিত করা এবং ঘূর্ণিঝড় সংকেত এর সহিত সম্পৃক্ত জনসাধারণকে কার্যকরি সাড়া প্রদানে নিশ্চিত করা।

কর্মসূচীর কর্ম এলাকাঃ

- কক্সবাজার জেলার টেকনাফ হতে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলা।
- ১৩ টি জেলায় কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ভোলা, বরগুনা, বরিশাল, পুটয়াখালী, পিরোজপুর, বাগেরহাট, খুলনা এবং সাতক্ষীরায় সিপিপির কার্যক্রম বিস্তৃত।
- নদী তীরবর্তী আরো ৬ টি জেলায় সিপিপির কার্যক্রম বিস্তৃত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- এ কর্মসূচিতে বর্তমানে উপকূলীয় ১৩ টি জেলার আওতাধীন ৪০ টি উপজেলার ৩৫০ টি ইউনিয়নে মোট ৩৬৮৪ টি ইউনিটে (গ্রাম কমিটি) ১৮,৪২০ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৫৫,২৬০ জন সাংকেতিক যন্ত্রাদি সজ্জিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচছাসেবক রয়েছে।

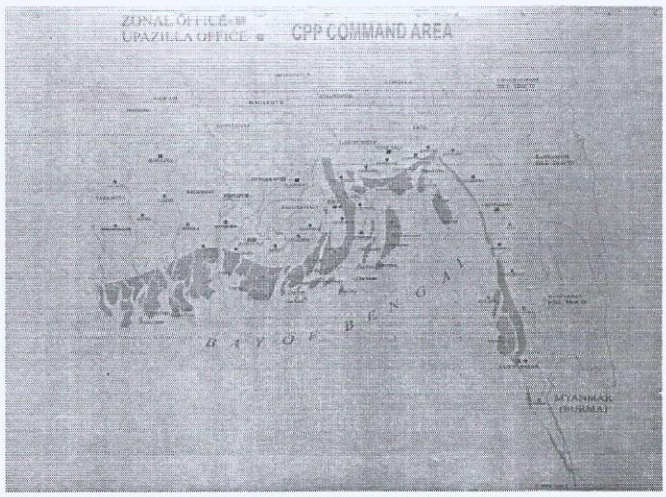

সিপিপির কার্যক্রমঃ

- ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত প্রচার
- দূর্গতদের আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর
- উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রম
- প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান
- ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা
- স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন
- স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান; জেলে, ঈমাম প্রমুখ কমিউনিটিকে মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান
- স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার ও সাংকেতিক যন্ত্রপাতি বিতরণ
- ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক মাঠ মহড়া আয়োজন
- সচেতনতামূলক স্বেচ্ছাসেবক র‍্যালী আয়োজন
- পোস্টার লিফলেট বিতরণ
- বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ
- ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ

ঘূর্ণিঝড় পূর্ব এবং ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন কার্যক্রম

সতর্ক সংকেত প্রচার

- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী এইচএফ এবং ভিএইচএফ ওয়্যারলেস সেট এর মাধ্যমে সরাসরি প্রধান কার্যালয় থেকে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে আবহাওয়ার বার্তা পাওয়ার সাথে সাথে ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে সিপিপির উপকুলীয় এলাকায় প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এইভাবে স্বেচ্ছাসেবকগণ আবহাওয়ার বার্তা গ্রহণ করেন এবং ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার করে থাকেন। তাছাড়া সতর্ক সংকেত পাওয়ার পর কখন কি করতে হবে সে বিষয়ে সম্যক ধারনা দেয়া হয়ে থাকে।

সংকেত প্রচার প্রক্রিয়া

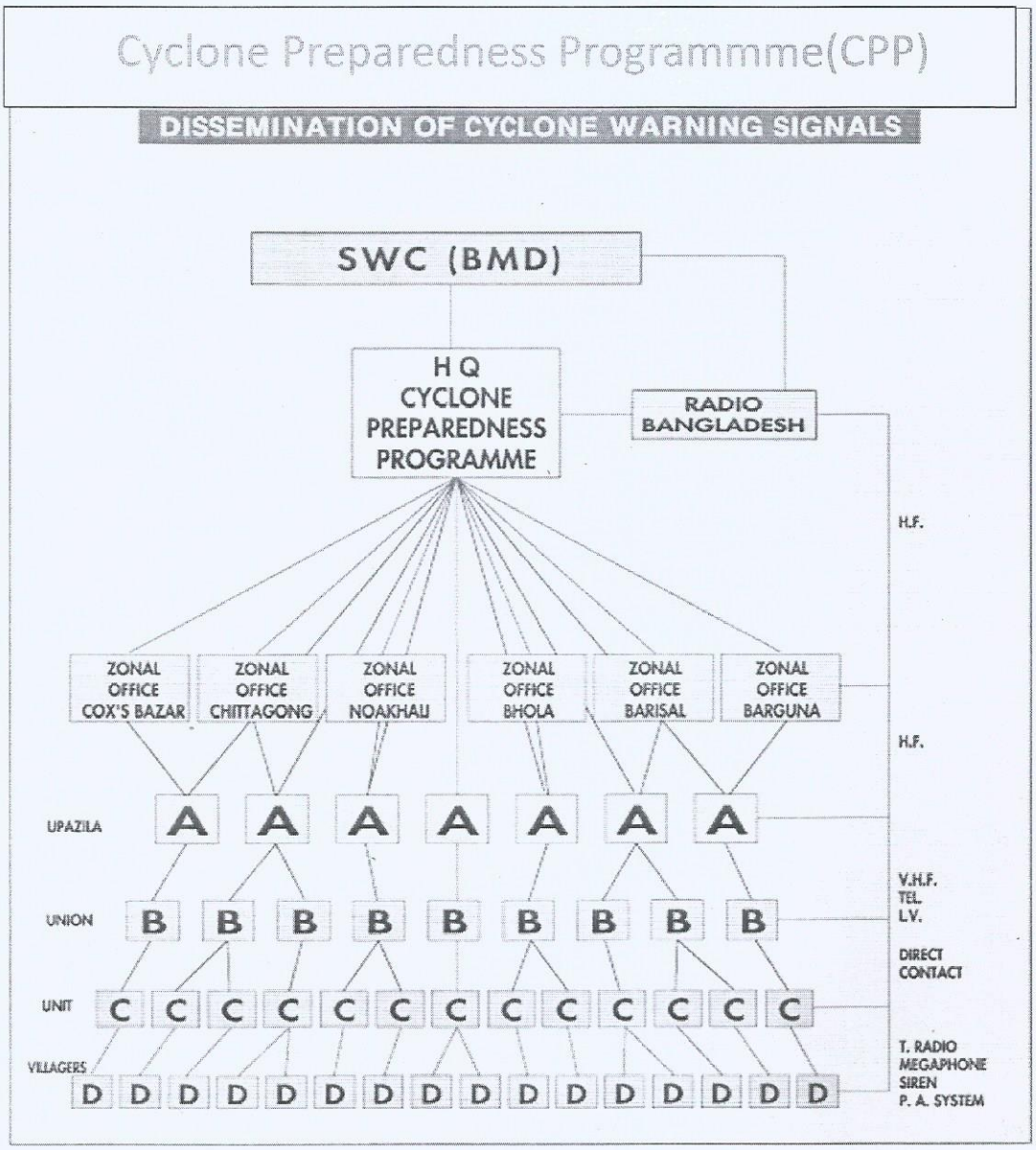

সংকেত প্রচার পদ্ধতিঃ

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার

- সংকেত নং ১-৩ঃ

- জনে জনে (মৌখিক) প্রচার

- সংকেত নং ৪

- সিপিপি বোর্ড মিটিং, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবান
- ১টি পতাকা উত্তোলন
- মাইক, মেগাফোনে বহুল প্রচার

- সংকেত নং ৫-৭ ঃ
- মাইক, মেগাফোনে বহুল প্রচার
- ২টি পতাকা উত্তোলন
- বিপদাপন্নদের আশ্রয়কেন্দ্রে আনয়ন (কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে)

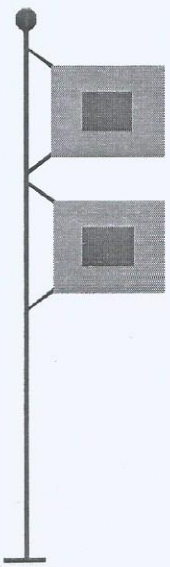

- সংকেত নং ৮-১০
  - মাইক, মেগাফোন, সাইরেনের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার
  - ৩টি পতাকা উত্তোলন
  - দুর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নিশ্চিতকরণ

সিপিপির সাংগঠনিক কাঠামোঃ

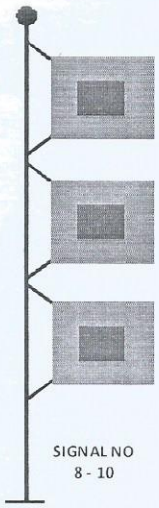

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসুচির প্রধান কার্যালয় ঢাকার নিয়ন্ত্রণাধীন ৭ টি জোনাল কার্যালয় রয়েছে। জোনাল কার্যালয়ের আওতাধীন ৪০ টি উপজেলা রয়েছে এবং উপজেলা কার্যালয়ের আওতাধীন ৩৫০ টি ইউনিয়ন রয়েছে। উক্ত ইউনিয়নের আওতাধীন ৩৬৮৪ টি ইউনিট রয়েছে। প্রতিটি ইউনিটে ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। এর মধ্যে ১০ জন পুরুষ এবং ৫ জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। উক্ত ইউনিটে ৫ টি বিভাগ যথা, সংকেত, আশ্রয়, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ত্রাণ বিভাগ। প্রতিটি বিভাগে ৩ জন করে স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণঃ

১। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সরকারী অর্থায়ণে ৪০ টি উপজেলায় মোট ২০,৪০০ জন স্বেচ্ছাসেবককে (দুর্যোগে ঝুকিঁ ব্যবস্থাপনা, অনুসন্ধান-উদ্ধার, ভূমিকম্প ও প্রাথমিক চিকিৎসা) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্পসমূহে সিপিপি

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রথম রেসপন্ডার হিসেবে যোগদান করে।
- প্রাথমিকভাবে তাবু নির্মাণ, খাদ্য বিতরণ, খাবার পানির সংস্থান, পথ প্রদর্শক, দোভাষী হিসেবে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ কাজ করেন।
- প্রতিটি ক্যাম্পে ক্যাম্প ইন চার্জগণের সহায়তাকারী হিসেবে শুরু থেকে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ নিয়োজিত আছেন।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিটি ক্যাম্পে ১০০ জন করে মোট ৩০০০ অস্থায়ী স্বেচ্ছাসেবক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির মধ্য হতে নির্বাচিত করে প্রশিক্ষণ এবং ভলান্টিয়ার গিয়ার ও সাংকেতিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে।
- তিনটি বৃহৎ আকারের মহড়া এবং প্রতিটি ক্যাম্পে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির স্বেচ্ছাসেবকগণের অংশ গ্রহণে ১টি করে মহড়া আয়োজন চলছে।
- উক্ত জনগোষ্ঠীর বোধগম্য ভাষায় আবহাওয়া সতর্কতা ও দুর্যোগ তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- প্রতিটি ক্যাম্পে দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং অয়ারল্যাস স্টেশন স্থাপনের কাজ চলছে।

ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক মাঠ মহড়া

১। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সরকারী অর্থায়ণে ৪০ টি উপজেলায় ৪০ টি ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক মাঠ মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে এবং ১৫৬ টি ইউনিয়নে গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাংকেতিক যন্ত্রপাতি এবং স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার সরবরাহ ও বিতরণ

১। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সরকারী অর্থায়ণে ৪ টি উপজেলায় স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য সাংকেতিক যন্ত্রপাতি এবং স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার এর ১১ টি আইটেম (রেইন কোর্ট, সুপার মেগাফোন, হ্যান্ড সাইরেন, সিগনাল ফ্লাগ মাষ্ট, সিগনাল ফ্লাগ, সিপিপি ভেষ্ট, রেডিও, চর্ট লাইট, বাই সাইকেল, লাইফ জ্যাকেট, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাগ, উদ্ধার ব্যাগ ইত্যাদি) দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয় করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে বিতরন করা হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবক ডাটা বেইজ

ডসপিপির সর্বমোট ৫৫,২৬০ জন স্বেচ্ছাসেবকের ডাটাবেজ জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত করা হয়েছে এবং অন লাইনে প্রদর্শিত হচ্ছে।

স্বেচ্ছাসেবক সমাবেশ/ সভা

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সিপিপির মাঠ পর্যায়ে ১১৬ টি উপজেলা কমিটির সভা, ৬২৮ টি ইউনিয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাজেটঃ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসুচীর জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে ১৭ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। অব্যায়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

অর্জন

- সারা বিশ্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি স্বীকৃত মডেল।
- লক্ষ মানুষের জীবনরক্ষার স্বীকৃতিস্বরূপ থাইল্যান্ডের 'স্মিথ টুমসারক এওয়ার্ড-১৯৯৮' অর্জন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক 'চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ' সম্মাননা অর্জনের অন্যতম নেপথ্য সহায়ক।
- ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশের কমিউনিটি বেইজড সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রামকে ''গ্লোবাল বেস্ট প্রাকটিস'' নামে অভিহিত করেন।
- উপকূলীয় জনগণ কর্তৃক কর্মসূচিটিকে সাদরে গ্রহণ এবং স্বেচ্ছাসেবকগণের নিবেদিতপ্রাণ সেবার কারণে সমাজে বিশেষ সম্মানজনক অবস্থান।
- কোনরূপ আর্থিক কিংবা অনুরূপ প্রাপ্তির আশা ব্যতিরেকে দেশ ও জাতির স্বার্থে স্বেচ্ছাসেবার মনোভাব সৃষ্টি।
- স্বেচ্ছাসেবকগণের মাঝে ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগের সীমারেখা ছাড়িয়ে সড়ক দুর্ঘটনা, নৌ-যানডুবি, নদী ভাঙনসহ অন্যান্য দুর্যোগ, যেমন- বন্যা, ভুমিকম্প, বজ্রপাত, ভুমিধস ইত্যাদি দুর্যোগে সেবা প্রদানের মনোভাব ও সক্ষমতা সৃষ্টি।

- সিপিপির কার্যক্রমের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরতার কারণে জনগণের মধ্যে দুর্যোগে সাড়াপ্রদান প্রবণতা বৃদ্ধি।
- উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সমাজ কল্যানমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ।
- নারী ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি। কঠিন, শ্রমসাধ্য, বিপদসংকুল সেবায় ব্যাপক নারী স্বেচ্ছাসেবকের অংশগ্রহণ
- জীবন ও সম্পদহানী উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস। জীবনহানীর লক্ষের অংককে একক অংকে আনয়ন।

উপসংহারঃ

ঘূণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি পরিচালনায় নানা প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মানবতা, নৈতিকতা, সাহসিকতা, একাগ্রতা ও সচেতনতার কারণে উপকূলীয় দুই কাটির অধিক জনসাধারণ দুর্যোগ সময়ে প্রত্যক্ষ সহায়তা পেয়ে আসছে। প্রাকৃতিক কারনে প্রতি বছরই ঘূণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে উপকূলীয় এলাকায় প্রচুর ধনসম্পদ ও জীবন হানি ঘটছে। তবে আগাম সংকেত প্রচার ও সময়মত প্রস্তুতিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমে এসেছে, জীবনহানির সংখ্যা সাত অংক হতে এক অংকে নেমে এসেছে। ফলে জাতীয় অর্থনীতি বির্নিমানে সিপিপি বিরাট সহায়ক ভূমিকাও পালন করে আসছে।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)
৬৮৪-৬৮৬ বড় মগবাজার, ঢাকা।
ফোনঃ ৮৮-০২ ৯৩৫৩৮১৬, ৮৮-০২ ৯৩৫৩৬২৫
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২ ৯৩৩৮৪০১
ওয়েব সাইটঃ www.cpp.gov.bd
ই-মেইলঃ info@cpp.gov.bd